

মোস্তুফা কামাল

# হাটের মানুষ



লাবু, ও লাবু! এক্কেরে মরার মতন পইরা আছে। এমন ঘুম ঘুমাইছে, কানেও ছনে না! লাবু ছনছস! নাহ! আমার আর ভালো লাগে না। প্রত্যেকটা দিন ওরে ডাকন লাগে। আইজ শীত যা পড়ছে! কাঁথার মধ্যে ডুকলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না! ওর কতা আর কি কমু! মাছ আনতে গাঙ্গে যাইতে অইব। জাইল্লারা আমাগো লাইগ্যা অপেক্ষা করব। সময় মতন না গেলে অরা মাছ বেইচ্ছা দিব। আইজ মাছের দর উঠব। লাবুরে! ওঠ না মা, ওঠ।



গল্প

লাবু আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানা থেকে উঠে। ঘুম ঘুম চোখে বলে, কি হইছে বাজান? এতো ডাকতাহ কেন? গাঙ্গে যাবি না? আগে আগে না গেলে হাজারিরা সব মাছ নিয়া যাইব। ল বাজান, ল। তাড়াতাড়ি ল। আইজ শনি শরিলডা ভাল লাগতেছে না।

কেন, জরটর আহে নাই তো?

না বাজান। জর নাই। কেমন জানি লাগতেছে।

ঠান্ডার দিন তো! শরীল খারাপ লাগবই। আইলসামি করলে কি আমাগো

দিন চলব। ল বাবা ল, তাড়াতাড়ি ল। আর দেরি করিস না। চোখ ডলাডলি করে বিছানা থেকে উঠল লাবু। তারপর চোখে পানির ঝাপটা দিয়ে কাঁধে গামছা নিয়ে হাঁটা দিল সে। আরজত আলি ব্যাপারিও এগিয়ে গেলেন। দোয়া-দরুদ পড়ে নৌকায় পা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাবু নৌকা টান মারল। কল কল করে নৌকা ছুটে চলে নদীর মাঝখান দিয়ে। শীতের ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগে আরজত আলির। থর থর করে কেঁপে উঠে তিনি। কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, ও বাবারে! ঠান্ডায় তো শরিলডা জইম্মা জাইতেছেরে বাপ! দাঁতে দাঁতে বারি খায় আরজত আলির। কাঁধের গামছা দিয়ে দুই কান, মাথা ভালো করে বাঁধেন। পোটলার মধ্যে থেকে বিড়ি বের করে ধরিয়ে টানা শুরু করেন। বিড়ি টেনে শরীর গরম করার চেষ্টা করেন। বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধ লাবুর নাকে যাওয়ার সাথে বিড়ির নেশাটা চাড়া দিয়ে ওঠে। লাবু তার বাবাকে বলে, আমাকে একটা বিড়ি দেও তো বাবা! যা ঠান্ডা পড়ছে! শরিলডা এক্কেরে জইমা জাইতেছে। আরজত আলি একটা বিড়ি ধরিয়ে লাবুর হাতে এগিয়ে দেন। লাবু বিড়িতে সুখ টান দেয়। কনকনে শীতে বিড়ির ধোঁয়া গিলে দুই নাক দিয়ে ছাড়ে আর জোরে জোরে বৈঠায় টান মারে। আরজত আলির নৌকা দেখলেই টের পায় জেলেরা। জেলেরদের নৌকাগুলো এগিয়ে আসে আরজত ব্যাপারির কাছে।



গল্প

এক জেলে জোরে হাঁক দিয়ে বলে, ব্যাপারি, আইজ হাটের খবর কি? মাছের দর-দাম কেমন?

কেন, হঠাৎ তুমি হাটের খবর জানতে চাইলা?

জীবনে তো কোন দিন জানবার চাই নাই। তুমি যা দেও তাই সই।

তোমাগরে ঠগানোর ভাত যেন মুখে না যায়। আমরা গরিব এইড়া ঠিক, তাই বইলা অত লোভ নাই। আর যদি তোমাগো বিশ্বাস না হয় নিজেরাই মাছ লইয়া হাটে যাও!

তুমি যখন কইছ তখন যাই!

তাইলে তুমি আমারে মাছ দিবা না?

যাও যাও! মাছ নিয়া যাও। আমি তোমাগরে আট্টু বাজাইয়া দেখলাম আর কি! আমাগো হাটে যাওয়ার সময় আছে? তোমরা হাটের মানুষ। তোমাগো লগে বাড়াবাড়ি কইরা পারমু! আমাগো একটাই কতা, ঠকাইও না আমগরে। আমরা বাজারঘাটের খবর রাহি না। আমরা নদীতে কীভাবে মাছ মারবা হেইড়া বুজি।

আইছা, ছুদা ছুদা এই কতা কেন কইতেছ? তোমাগো লগে আমাগো ব্যবসা। তোমাগো ঠগাইলে আমাগো ব্যবসা থাকব? আরেকটা কতা হোনো তোমাগো কাম মাছ ধরা আর আমাকে কাম মাছ বেচা। আমার কাম তোমাগে দিয়া যেমন হইব না; আবার তোমার কামও আমাগে দিয়া হইব না।

হইছে হইছে! আর কতা কইও না। মাছ নিতে আইছ মাছ নিয়া যাও। লাবু নৌকায় মাছ তোলে। সবার কাছ থেকে মাছ নিয়ে হাতের দিকে রওনা হয়। বাপবেটা বৈঠায় জোরে টান মারে। কল কল করে নৌকা ছুটে চলে। সকাল সকাল বাজারে গিয়ে পৌছে মাছের নৌকা। মাছ বাজারে নিতে দেরি, মাছ বিক্রি করতে দেরি হয় না। মুহূর্তের মধ্যে সব মাছ শেষ। আরজত মিয়র মুখে তখন হাসি আর কে দেখে!

পরদিন আবার মাছ আনতে নদীতে যায়। এভাবেই চলে যায় আরজত ব্যাপারির দিন। এক রাতে আরজত ব্যাপারি এবং তার ছেলে লাবু নৌকা নিয়ে জেলে নৌকার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক লোক জোরেশোরে হাঁক দিলো, ওই ব্যাপারি নৌকা থামাও!

বিচলিত চোখে চারদিকে তাকান আরজত ব্যাপারি। লাবুও ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকায়। এর মধ্যেই ধাই ধাই করে একটি বড় নৌকা এসে ব্যাপারির নৌকার সঙ্গে ধাক্কা খায়। আরজত ব্যাপারি তার কোছর থেকে টাকার ব্যাগটা নৌকার মেঝেতে ছুড়ে মারে। খলিল ডাকাতের তা চোখ এড়ায় না। সে ঝাঁপ দিয়ে আরজত ব্যাপারির নৌকায় ওপর পড়ে। তার সাথে আরো কয়েকজন লাফিয়ে পড়ে লাবু আর আরজত ব্যাপারিকে ধরে ফেলে।

খলিল ডাকাত চিৎকার দিয়ে বলে, যা আছে সব দে ব্যাপারি! নাইলে জান খতম। খলিল ডাকাত নৌকার পাটাতনে নেমে ব্যাগ হাতে নিয়ে নিজের নৌকায় যায়। অন্যরাও তাকে অনুসরণ করে। তারপর রামদা উঁচিয়ে বলে, খবরদার! কোন টু শব্দ করবি না। তাইলে কিন্তু ঘাড়ে মাথা থাকব না।

ভয়ে আরজত ব্যাপারি ও লাবু কোন টু শব্দ করল না। ডাকাতি নৌকা সাই সাই করে চলে গেলো। হঠাৎ আরজত ব্যাপারি চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলো। ও আমার আল্লাহ গো; আমার সব শেষ হইয়া গেল গো। লাবু কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে সান্ত্বনা দেয়। অবশ্য লাবু নিজেও তার কান্না আটকাতে পারে না।

আরজত ব্যাপারির দেরি দেখে নৌকা নিয়ে সামনে আগায় জেলেরা। অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর লাবুদের নৌকা দেখে এক জেলে চিৎকার দিয়ে বলে, ও ব্যাপারি! কি হইল? কান্নাকাটি করতেছ কেন?

এর মধ্যেই কান্নার শব্দ শুনতে পায় জেলেরা। সবাই উদ্ভিন্ন হয়ে জানতে চায়, ও ব্যাপারি! তোমার কি হইল কও দেহি!

ডাকাইতে আমার সব শেষ কইরা দিছেরে বাই!

একজন চিৎকার দিয়ে বলল, কোথায় ডাকাইত? লও যাই, ডাকাইত ধরি গিয়া!

সবাই চিৎকার দিয়ে বলল, হ লও। সবাই মিল্লা দাওয়া দেই!

জেলেরা সবাই ডাকাত দলের নৌকা খোঁজা শুরু করলো। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। জেলেরা সবাই সমবেদনা জানাল। তারপর একজন বলল, ব্যাপারি, যা হওয়ার তো হইছে ব্যাপারি। দুঃখ কইরা আর কি হইবে! তুমি মাছ নিয়া যাও। বিক্রি কইরা টাছা দিও।

আবেগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আরজত ব্যাপারি। লাবু করুণ গলায় বলে, আপনার লাহান মানুষ দুনিয়াতে নাই কাহা। এতবড় উপকার আমরা কুন দিন ভুলুম না!

লাবু দৌড়ে গিয়ে নৌকায় মাছ তোলে। আরজত ব্যাপারিও মাছ তোলায় হাত লাগান। সব নৌকার মাছ তোলা শেষ করে সবাইকে দুই হাত তুলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নেন আরজত ব্যাপারি।

হাটে মাছ বিক্রি করে বেশ ভালো লাভ হয় আরজত ব্যাপারির। পরদিন আবার যান মাছ আনতে। জেলেদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে আবার মাছ নিয়ে আসেন। বাজারে গিয়ে মাছ বিক্রি করেন। এই করে ভালই তাদের দিন কাটে।

হঠাৎ আরজত ব্যাপারির জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার! বড়বাজারের সুলতান ব্যাপারি নগদ টাকা নিয়ে জেলেদের কাছে যায়। বেশি দামে তাদের কাছ থেকে মাছ কেনার প্রস্তাব দেয়। নগদ টাকা পেলে কে বাকিতে মাছ বেচে? জেলেরা সবাই নতুন ব্যাপারির কাছে মাছ বেচে দেয়। আরজত ব্যাপারি এসে যখন দেখে সব মাছ অন্য ব্যাপারি নিয়ে গেছে! তখন সে কপাল চাপড়ে বলে, হায়রে কপাল! আমার কপাল পুইরা এই রহম ছাই হইল! ও আল্লাহ গো, আমার এমন কপাল খারাপ গো!

লাবু আরজত ব্যাপারিকে সান্ত্বনা দেয়। সে বলে, কাইন্দ না বাবা। খোদা তালা একটা ব্যবস্থা করবেই।

আরজত ব্যাপারি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার সংসার কেমনে চলব? কাইন্দ না বাবা। আল্লাহ এক রহম চালাইব।

পুত্রের সান্ত্বনা পেলেও মনের কষ্ট দূর হয় না আরজত ব্যাপারির। তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। তার কান্না শুনে জেলেদের মায়া হয়। তারা আবার আরজত ব্যাপারিকে মাছ দেয়। জেলেরা বলে, যাও হাটে যাও। মাছ বিক্রি কইরা টাছা দিও।

আরজত আলি চোখের পানি মোছে। নৌকা ভর্তি মাছ নিয়া আবার ছুটে যায় বাজারের উদ্দেশ্যে। লাবু জোরে জোরে বৈঠা বায়। নৌকা কল কল করে ছুটে চলে। কিছু দূর যাওয়ার পর ওদের নৌকার সাথে আরাআরিভাবে রাখা আরেকটি নৌকা ধাক্কা খায়। আর অমনি জাতে অজাতে গালাগাল শুরু হয়। তারপর চার-পাঁচজন লোক লাবুদের নৌকায় লাফিয়ে ওঠে। তাদের সবার হাতে রামদা।

আরজত ব্যাপারি বুঝতে পারে ওরা ডাকাত। ওরা মাছ লুট করে নিয়ে যাবে। আরজত ব্যাপারি বাকিতে মাছ এনেছে। বিক্রির পর টাকা দেবে। ডাকাতরা মাছ নিয়ে গেলে জেলেদের পাওনা দেবে কীভাবে?

ডাকাত দলের সরদার বলল, খবরদার! একদম চিৎকার করবে না। ডাকাত দলের অন্যরা নৌকার মাছ ডাকাত দলের নৌকায় তুলছে। এই দৃশ্য নিজের চোখে কিছুতেই দেখতে পারল না আরজত ব্যাপারি।

সে তার হাতের বৈঠা দিয়ে এলোপাতাড়ি বারি শুরু করল। কিন্তু অতগুলো লোকের সাথে সে পারবে কি করে! ডাকাত সরদার হঠাৎ আরজত আলির মাথায় এক কোপ দিল। মাথা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। চলে পরল আরজত আলি। তার অবস্থা দেখে ডাকাতরা মাছ রেখেই নিজেদের নৌকায় পাশিয়ে গেল।

লাবু নৌকার অপর প্রান্ত থেকে দৌড়ে তার বাবার কাছে যায়। মাথার ক্ষতস্থান থেকে তখনো রক্ত বরতে দেখে কোমরের গামছা দিয়ে মাথাটা ভালো করে বাঁধে। আরজত আলির জীবন তখন যায় যায়! তিনি কথা বলার চেষ্টা করেন। অনেক কষ্টে তিনি বলেন, বা বা লা বু! আ মি তো তোঁর লইগ্যা কিছু করতে পার লাম না। বাবা, আমি দোয়া করি। তুই ভালো থাহিস বা...বা....।

আর কোনো কথা বলতে পারলেন না আরজত আলি। মৃত্যুর কোলে চলে পড়লেন তিনি। লাবু তার বাবাকে বুকে নিয়ে কাঁদে। জেলেরাও আরজত আলির জন্য চোখের পানি ফেলে।

ছোটবেলায় মা হারিয়েছে লাবু। মায়ের আদর কাকে বলে তাও সে মনে করতে পারে না। বাবাই তাকে কোলেপিঠে করে বড় করেছে। আরজত আলি ছাড়া এই জগতে লাবুর কেউ নেই। তার করুণ মৃত্যু মানতে পারে না সে। কয়েক দিন সে পাগলের মতো হাটের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে। হাটের এ মাথা ও মাথা বাবাকে খোঁজে। চিৎকার দিয়ে বলে, আমার বাবা কই? ভাই, তোমরা কি আমার বাবাকে দেখছ?

এক সময় লাবুকে বাস্তবতা মেনে নিতে হয়। বাবার লাশ কবরে রেখে লাবু আবার জীবন যুদ্ধে পা বাড়ায়। ১৩